নতুন সংস্করণ প্রকাশে

লেখকের ভূমিকা

১৩৯৬ হিজরী সালে পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত সীরাত সম্মেলনে রাবেতা আলামে ইসলামী সীরাত বিষয়ে গ্রন্থ রচনার জন্য বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতা আহবান করে। এর উদ্দেশ্য ছিল লেখকদের মধ্যে চিন্তা চেতনার ঐক্য এবং তাদের সাধনার সুবিন্যস্তকরণ। আমার মতে এটা প্রশংসনীয় পদক্ষেপ। কেননা গভীরভাবে চিন্তা করলে বোঝা যায়, সীরাতুন্নবী এবং ওসওয়ায়ে মোহাম্মদীই একমাত্র বিষয়, যার মাধ্যমে মুসলিম জাহানের জীবন এবং মানব সমাজের সৌভাগ্য পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে। আল্লাহর প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি হাজার হাজার দরুদ ও সালাম।

এ মোবারক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ ছিল আমার জন্য এক বিরাট সৌভাগ্য, কিন্তু সাইয়েদুল আউয়ালিন ওয়াল আখেরিনের সুমহান জীবনের প্রতি আলোকপাত করার মতো শক্তি কি আমার ছিল? প্রকৃতপক্ষে আমি আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবিবের পুণ্যের কিছু অংশ লাভ করতে চেয়েছিলাম। আমি চেয়েছিলাম, অন্ধকারে পথ খুঁজে বেড়ানোর চেয়ে নবী ﷺ-এর একজন উম্মত হিসাবে তাঁর উজ্জল সুন্দর রাজপথের পথিক হয়ে জীবন যাপন করতে। এরপর একদিন সে পথের পথিক হয়েই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করবো। পরলোকের জীবনে আল্লাহ তায়ালা তাঁর শাফায়াতের বরকতে আমার গুনাহসমূহ মার্জনা করবেন।

এ গ্রন্থের রচনাশৈলী সম্পর্কে কিছু কথা বলা প্রয়োজন মনে করছি। গ্রন্থ রচনার আগেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, এটি অস্বাভাবিক দীর্ঘও করবো না যাতে পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে, আবার খুব সংক্ষিপ্তও করবো না; বরং মাঝামাঝি সাইজের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখবো, কিন্তু সীরাতুন্নবীর ওপর লেখা বিভিন্ন গ্রন্থ পাঠে দেখা গেলো, কিছু কিছু ঘটনার ক্ষেত্রে যথেষ্ট মতপার্থক্য রয়েছে। এ সব ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, সবদিক সামনে রেখে পর্যালোচনা করে যা নির্ভুল মনে হবে সেটাই উল্লেখ করবো। বিস্তারিত যুক্তি প্রমাণ, তথ্য উপাত্ত উল্লেখ থেকে বিরত থাকবো। যদি সব উল্লেখ করি তবে গ্রন্থের কলেবর অনেক বৃদ্ধি পাবে। সেসব ক্ষেত্রে আমার পর্যালোচনামূলক বক্তব্য যথেষ্ট নয় বলে সন্দেহ দেখা যাবে, পাঠক বিস্মিত হবেন বা যেসব ক্ষেত্রে ভিন্নমত পোষণকারীদের বক্তব্য আমার বিবেচনায় সঠিক নয়, সেসব ক্ষেত্রেই শুধু যুক্তিপ্রমাণের প্রতি ইঙ্গিত দেবো। কার্যত তাই করেছি।

হে আল্লাহ তায়ালা, তুমি আমার জন্যে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ নির্ধারণ করো। নিশ্চয়ই তুমি ক্ষমাশীল, করুণাময়। তুমি আরশে আযিমের মালিক, তুমি সুমহান, তুমি সর্বশক্তিমান।

ছফিউর রহমান মোবারকপুরী
২৪ শে রজব, ১৩৯৬ হিজরী
২৩ শে জুলাই, ১৯৭৬ সাল

সূচীপত্র

▼ আঁধার ঘেরা পৃথিবী ঃ সোবহে সাদিকের প্রতীক্ষায়

আরবের ভৌগোলিক পরিচয় এবং বিভিন্ন জাতির অবস্থান ৪৩

আরব জাতিসমূহ ৪৪

এক. আরবে বায়েদা ৪৪

দুই. আরবে আরেবা ৪৪

তিন. আরবে মোস্তারেবা ৪৪

আরবের নেতৃত্ব ও শাসন ব্যবস্থা ৫১

ইয়েমেনের বাদশাহী ৫১

হীরার বাদশাহী ৫৩

সিরিয়ার বাদশাহী ৫৪

হেজাযের নেতৃত্ব ৫৫

আরবের অবশিষ্ট অংশের নেতৃত্ব কর্তৃত্ব ৬১

রাজনৈতিক পরিস্থিতি ৬২

আরবদের ধর্ম বিশ্বাস ও ধর্মীয় মতবাদ ৬৪

দ্বীনে ইবরাহীমীতে কোরায়শদের বেদয়াত ৬৮

সাধারণ ধর্মীয় অবস্থা ৭১

জাহেলী সমাজের কিছু খন্ড চিত্র ৭৩

সামাজিক অবস্থা ৭৩

অর্থনৈতিক অবস্থা ৭৬

চারিত্রিক অবস্থা ৭৬

▼ কোন বংশে সেই সোনার মানুষ ঃ আল আমীন থেকে আর রসূল

নবী পরিবারের পরিচয় ৮১

বংশ পরিচয় ৮১

প্রথম অংশ ৮১

দ্বিতীয় অংশ ৮১

তৃতীয় অংশ ৮১

পারিবারিক পরিচয় ৮২

যমযম কূপ খনন ৮৪

হস্তী যুদ্ধের ঘটনা ৮৪
আল্লাহর রসূলের আবির্ভাব ঃ পবিত্র জীবনের চল্লিশ বছর ৮৮
রসূল ﷺ-এর জন্ম ৮৮
বনী সা'দ গোত্রে অবস্থান ৮৯
বুক ফাড়ার ঘটনা ৯১
মায়ের স্নেহকোলে ৯১
দাদার স্নেহছায়ায় ৯১
চাচার স্নেহবাৎসল্যে ৯২
চেহারার বরকতে রহমতের বৃষ্টি প্রার্থনা ৯২
পাদ্রী বোহায়রা ৯২
ফুজারের যুদ্ধ ৯৩
হেলফুল ফুযুল ৯৩
সংগ্রামী জীবন যাপন ৯৪
বিবি খাদিজার সাথে বিয়ে ৯৫
কাবার পুনর্নির্মাণ এবং হাজারে আসওয়াদের বিরোধ মীমাংসা ৯৬
নবুয়তের আগের জীবন ৯৭
▼ **নিজ ঘরে পরদেশী ঃ যুলুম নির্যাতনের তেরো বছর**
দাওয়াতের বিভিন্ন যুগ ও পর্যায় ১০১
নবুয়ত রেসালাতের ছায়ায় হেরা গুহার অভ্যন্তরে ১০১
ওহী নিয়ে জিবরাঈলের আগমন ১০২
সাময়িকভাবে ওহীর আগমন স্থগিত ১০৬
ওহী নিয়ে পুনরায় জিবরাঈলের আগমন ১০৬
ওহীর বিভিন্ন রকম ১০৭
তাবলীগের নির্দেশ ১০৮
প্রথম পর্যায় ঃ তাবলীগের কাজে কষ্ট শ্রম ১১১
গোপন দাওয়াতের তিন বছর ১১১
ইসলামের অগ্রপথিক ১১১
নামাযের আদেশ ১১২
কোরায়শদের ইসলাম সম্পর্কে মোটামুটি অবগতি লাভ ১১৩
দ্বিতীয় পর্যায় ঃ প্রকাশ্য তাবলীগ ১১৪

আরব জাতিসমূহ

ঐতিহাসিকরা আরব জাতিসমূহকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন। যথা:

এক. আরবে বায়েদা

আরবে বায়েদা বলতে আরবের সেসব প্রাচীন গোত্র সম্প্রদায়ের কথা বোঝানো হয়েছে, যারা সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে গেছে। এসব গোত্র সম্প্রদায় সম্পর্কে প্রয়োজনীয় বিস্তারিত ঐতিহাসিক তথ্য এখন আর জানা যায় না। যেমন আদ, সামুদ, তাছাম, জাদিছ, আমালেকা প্রভৃতি জাতি।

দুই. আরবে আরেবা

আরবে আরেবা ছিলো ইয়ারুব ইবনে ইয়াশজুব ইবনে কাহতানের বংশধর। এদের কাহতানী আরবও বলা হয়।

তিন. আরবে মোস্তারেবা

এরা হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর বংশধর। এদের আদনানী আরবও বলা হয়।

আরবে আরেবা বা কাহতানী আরবদের বসবাস ছিলো ইয়েমেনে। এখানেই এদের গোত্রের বিভিন্ন শাখা প্রসার লাভ করে। এদের মধ্যে দু'টি গোত্র বিখ্যাত। যথা :

(ক) হেমইয়ার ঃ এদের বিখ্যাত শাখার নাম হচ্ছে যায়দুল জমহুর, কোযাআ এবং সাকাসেক।

(খ) কাহলান ঃ এদের বিখ্যাত শাখার নাম হচ্ছে হামাদান, আনমার, তায়, মোযহেজ, কেন্দা, লাখম, জুযাম, আযদ, আওস, খাজরায এবং শাম দেশীয় জাফনার বংশধর। পরে এরা গাস্‌সান নামে পরিচিতি লাভ করে।

কাহলানের শাখা গোত্রসমূহ পরবর্তীকালে ইয়েমেন ছেড়ে আরব উপদ্বীপের চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। এরা সে সময় দেশত্যাগ করে, যখন মহাপ্লাবন তাদের ব্যবসায় বাণিজ্য স্থবির করে দেয় এবং রোমকরা মিসর ও সিরিয়া অধিকার করে ইয়েমেনবাসীর ওপর নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। ফলে কাহলান গোত্রসমূহের বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিলো।

এমনও হতে পারে, কাহলান এবং হেমইয়ার গোত্রসমূহের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ দেখা দেয়ায় কাহলান বংশের লোকেরা দেশত্যাগে বাধ্য হয়েছিলো। এ অবস্থা কাহলান গোত্রসমূহের দেশত্যাগ এবং হেমইয়ার গোত্রসমূহ স্বদেশে অবস্থানের ইংগিত দেয়।

কাহলানের যেসব গোত্র দেশ ত্যাগ করেছিলো, তাদের চার ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

এক. আযদ ঃ এরা তাদের সর্দার ইমরান ইবনে আমর মুযাইকেবার পরামর্শে দেশত্যাগ করে। প্রথমে এরা ইয়েমেনেই এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত হয় এবং অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ খবর নেয়ার জন্যে বিভিন্ন দল পাঠাতে থাকে। এরপর উত্তর দিকে অগ্রসর হয়ে বিভিন্ন জায়গায় বিচ্ছিন্নভাবে বসতি স্থাপন করে। এদের বিস্তারিত বিরবণ নিম্নরূপ :

ছা'লাবা ইবনে আমর ঃ এ ব্যক্তি প্রথমে হেজায অভিমুখে রওয়ানা হয়ে ছা'লাবিয়া এবং যীকারের মাঝখানে অবস্থান গ্রহণ করেন। তার সন্তানরা বড়ো এবং শক্তিশালী হলে